৮ম/৯ম শ্রেণি থেকে যে কোনো জামাতের
শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সহযোগী পুস্তিকা

অর্থ ব্যতীত ৭০% তারকীব আয়ত্ব করার
এক অপূর্ব কৌশল

তালখীসুন নাহু

(ছাত্র কল্যাণ তহবিলে ওয়াক্‌ফ)

সংকলন

মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ
সারুলিয়, ডেমরা, ঢাকা।

সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
০১৬১৪৮৭১৭৪৭ ০১৬০০০১৮৬২১ ০১৮৯০১৪৩৫৬৫
০১৯২৩১৩০৫৬৫

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com
Web : darunnazatkitabbivag.com
শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ: দারুননাজাত সেবা ফাউন্ডেশন (গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্প),
: উলুমুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ফেসবুক গ্রুপ (যে কোনো ধর্মীয় সমস্যা বা মাসআলার সমাধান),
muslimdm.com
উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ
: দারুননাজাত নৈশ মাদরাসা (জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য নূরানী কায়দা থেকে বুখারী শরীফ পর্যন্ত, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সাত বছরে দাওরা কোর্স)।
Youtube : DMKB Official

নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা।

Page in actual:132, Forma: 8.5 , gms: 80 (offset)
Talkhisunnahu
By : Muhammad Farid
Published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh
E-mail : info.siddikia2024@gmail.com
Facebook: Siddidia Prokashoni

উৎসর্গ

একজন মুরব্বি
ও
কিছু মানুষের জন্য

أفضل العلم علم الحال ـــــ أفضل العمل حفظ الحال

এখনকার করণীয় জেনে বাস্তবায়ন করাই সর্বোত্তম ইলম।
এখনি গোনাহ থেকে বাঁচা সর্বোত্তম আমল।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিম)

অভিমত

الحمد لوليه و الصلوة لوليها أما بعد

আরবীভাষা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক অপার নেআমত। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আমাদের রবের কালাম। জানতে পারি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। আল্লাহ্ তাআলার কালাম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ভালোভাবে বোঝতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে আয়ত্ব করতে হবে আরবী ভাষাজ্ঞান। এ জন্যই যিনি আল্লাহ্ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসবেন তিনি আরবী ভাষাকেও ভালোবাসবেন। এটিই বাস্তবতা।

যে কোন ভাষার জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচে উপকারী ও কার্যকরী পদক্ষেপ হলো ঐ ভাষা ব্যবহার করা। শব্দার্থ আয়ত্ব করে ভাষাকে যথপোযুক্ত ব্যবহার করতে কিছু নিয়মকানুন জানা আবশ্যক। এ জন্যই রচিত হয়েছে নাহুশাস্ত্র। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ভাষাচর্চায় নিয়মকানুনের প্রভাব কতটুকু।

আরবীভাষা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন-
اَلنَّحْوُ فِيْ الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِيْ الطَّعَامِ. অর্থাৎ খাবারের স্বাদ সৃষ্টিতে লবণের প্রভাব যতটুকু, ভাষা আয়ত্বের ক্ষেত্রে নিয়মের প্রভাবও ততটুকু। এখন চিন্তা করে দেখুন, আমরা এক প্লেট ভাতের সাথে কী পরিমাণ লবণ ব্যবহার করি। ঠিক ভাষার ক্ষেত্রে সে পরিমাণ শব্দ আয়ত্ব করেই ব্যাকরণ ব্যবহার করতে হবে। এমন চিন্তা-চেতনা মাথায় রেখেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখক এখানে আরবী **قواعد** কোন্ কিতাবে কিভাবে আছে তা না দেখে, কিভাবে ছাত্ররা সহজে বোঝতে পারে ও আরবী ইবারত বোঝে পড়তে পারে, এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আমরা যেহেতু বাংলাভাষী, তাই অধিকাংশ নিয়মকানুনকে বাংলাতেও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থ ব্যতীত অধিকাংশ আরবী **قواعد** যেন সহজে আয়ত্ব করা যায় সে বিষয়ে

বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নিয়মগুলো অনেকের কাছে হয়ত ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। কারণ লেখক এখানে ক্লাসের ভাষায় সাজানোর চেষ্টা করেছেন, কিতাব লেখার ভাষায় নয়।

অতএব কারো দৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে, আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই তা বিবেচনা করব। আর সকলের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের এ খেদমতের জন্য আপনারা দুআ করবেন। আল্লাহ্ যেন এ খেদমতকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন। আমীন!

আ.খ.ম.আবুবকর সিদ্দীক
অধ্যক্ষ
দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

বর্ণনা ধারা

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	খাদেমের কথা	১৩
০২	শিক্ষক পরামর্শ	১৮
০৩	عِلْمُ النَّحْوِ এর পরিচয়, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়	২১
০৪	مفرد ও مركب এর আলোচনা	২২
০৫	كلمة এর প্রকারভেদ	২২
০৬	معرفة এর প্রকারভেদ	২৫
০৭	এক টেবিলে তিনটি বিষয়	২৯
০৮	বংলা আলামত	৩০
০৯	এক টেবিলে তিনটি বিষয়	৩২
১০	যুক্ত اسم এর আলোচনা	৩৩
১১	যে ধরনের শব্দ صفة হওয়ার যোগ্যতা রাখে	৩৪
১২	مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এর আলোচনা	৩৫
১৩	فاعل চেনার ৪টি উপায়	৩৭
১৪	مَفْعُوْل চেনার ৪টি উপায়	৩৯
১৫	نائب الفاعل চেনার উপায়	৪০
১৬	جملة এর পরিচয়	৪০
১৭	مُرَكَّب এর প্রকারভেদ	৪০
১৮	فعل مُتَعَدِّيْ ও فعل لَازِم এর আলোচনা	৪২
১৯	فعل لازم কে مُتَعَدِّيْ করার নিয়ম	৪২
২০	فاعل এর সাথে فعل এর ব্যবহার	৪৩
২১	جمع غَيْرُ عَاقِل এর ব্যবহার	৪৪

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২	مَبْنِيْ ও مُعْرَب এর আলোচনা	৪৫
২৩	مبني এর প্রকারভেদ	৪৬
২৪	وَاحِد , تَثْنِيَة ও جَمع এর আলোচনা	৪৭
২৫	مُتَعَلِّقَانِ এর আলোচনা	৪৯
২৬	شِبْهُ الْفِعْل এর বর্ণনা	৫১
২৭	مَانِعُ التَّنْوِيْن এর আলোচনা	৫২
২৮	ষোল প্রকার اسم এর পরিচয়	৫৩
২৯	إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ এর আলোচনা	৫৫
৩০	এক নজরে ১৬ প্রকার اسم এর বাইশ প্রকার অবস্থান	৫৮
৩১	১৬ প্রকার اسم এর ৯ প্রকার إعراب এর নমুনা	৬১
৩২	ضمير এর আলোচনা	৬৫
৩৩	الْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর আলোচনা	৬৮
৩৪	الْأَفْعَال النَّاقِصَة এর আলোচনা	৭০
৩৫	غَيْرُ مُنْصَرِف এর আলোচনা	৭৪
৩৬	নয় সবব ও তার পরিচয়	৭৫
৩৭	مفعول مُطْلَق এর বিবরণ	৭৮
৩৮	مفعول له এর আলোচনা	৮০
৩৯	مفعول فيه এর আলোচনা	৮১
৪০	مفعول معه এর আলোচনা	৮৩
৪১	مفعول به এর আলোচনা	৮৪

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪২	نِدَاء এর আলোচনা	৮৪
৪৩	حال এর আলোচনা	৮৭
৪৪	تَمْيِيْز এর বর্ণনা	৮৮
৪৫	عدد এর নিয়মাবলি	৮৯
৪৬	تَابِع এর আলোচনা	৯৩
৪৭	صفة এর পরিচয়	৯৩
৪৮	تأكيد এর পরিচয়	৯৪
৪৯	بدل এর পরিচয়	৯৫
৫০	بدل প্রকার	৯৬
৫১	عَطْف الْبَيَان এর পরিচয়	৯৯
৫২	إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُضَارِع এর আলোচনা	৯৯
৫৩	اِسْتِفْهَام এর আলোচনা	১০৭
৫৪	شَرْط এর আলোচনা	১১১
৫৫	مُسْتَثْنٰى এর আলোচনা	১১৩
৫৬	عَامِل ও مَعْمُوْل এর আলোচনা	১১৫
৫৭	حروف عاملة এর আলোচনা	১১৬
৫৮	الأفعال العاملة এর আলোচনা	১২০
৫৯	الأسماء العاملة এর আলোচনা	১২৪
৬০	مصدر **এর** عمل	১২৫
৬১	الحروف غير العاملة এর আলোচনা	১২৬
৬২	১০০ আমেলের টেবিল	১২৯

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩	সংগ্রহে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাহুর বই	১৩০

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

বরং তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন এই বিতাবের দাবি; যা তোমরা পড়ো এবং অন্যদের পড়াও।

(সূরা আলে ইমরান: ৭৯)

খাদেমের কথা

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তাআলার নিমিত্তে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের ওপর যাঁরা ছিলেন সবচে বিশুদ্ধভাষী।

আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি এ নগণ্য ও অনভিজ্ঞকে ইলমে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দান করেছেন। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, নাহু সম্পর্কে কিছু লেখা বা বলার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। কারণ ইলমে নাহু এতই বিশাল সমুদ্র যে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে এ সমুদ্র তীরে দাঁড়াবার হিম্মতও আমার নেই। তবে আরবীকে ভালবাসি মন থেকে। কারণ, আরবী কুরআনের ভাষা, শরীয়তের ভাষা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষা। আরবী ভাষা দেখলেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যখন পড়তে শিখিনি, তখনও আরবী কিতাব খুলে তাকিয়ে থাকতাম। সে যা-ই হোক, আমি কোনো অভিজ্ঞ ছাত্র বা শিক্ষক নই যে, সহজে একটি নাহুর কিতাব বুঝতে পারি। কোনো নাহুর কিতাবই আমি ভালো করে বুঝতাম না। আমি যে সকল কারণে নাহু বুঝতে পারিনি, তা হল:-

১) প্রায় সকল নাহুর কিতাবই جملة এর আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে। جملةএর সকল উপাদান (مضاف – مضاف إليه , موصوف – صفة , مبتدأ – خبر) পরে আলোচনা করা হয়েছে। এতে শুরুতেই এমন কিছু বিষয় সামনে আসে, যেগুলোর ওপর নাহু বুঝাটা নির্ভর করে এবং সেগুলোকে না বুঝে মুখস্থ করতে হয়, যা আমার মতে অত্যন্ত কষ্টকর।

২) অর্থ না জেনে (مضاف – مضاف إليه, موصوف – صفة, مبتدأ – خبر) এ বিষয়গুলো আয়ত্ব করা যায় না। কেননা এ পরিভাষাগুলো জানার পরেই একজন শিক্ষার্থী বাক্যের অর্থ করতে পারবে।

৩) إعرابএর অধ্যায়টি আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট ছিল। কেননা, আমার জানা ছিল, رفع অর্থ পেশ। তাহলে رفع কেন الف বা واو দ্বারা হবে? এভাবে نصب/ جر কিভাবে বুঝব?

৪) لازم / متعدى কিভাবে বুঝব?

৫) كانএর আলোচনা এবং ظرف এর পূর্বে فى এর ব্যবহারতো ছিল আরো অস্পষ্ট।

যার কাছেই যেতাম, এ পরিভাষাগুলো সহজে আমি বুঝতে পারতাম না। পরিশেষে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ শেখ মা.যি.আ. (প্রধান মুহাদ্দিস, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা) হুযুরের কাছে বললাম; হুযুর! আমি তো নাহু বুঝি না, কী করব? হুযুর তখন এমন একটি পরামর্শ দিলেন, যা মানলে একজন অযোগ্য ছাত্রও সহজেই যোগ্য হতে পারে। আমিতো কামিলের ক্লাসেও ইবারত বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারতাম না। রুমে বাংলা কিতাব দেখে দেখে পড়ে আসতাম। কিন্তু হুযুর যখন পরামর্শ দিলেন "*তুমি অন্যজনকে পড়াও*"।

এ কথার বাস্তবায়নে কোনো যোগ্যতা ছাড়াই ছাত্রদের কয়েকজনকে অনেক অনুরোধ করে পড়ানো শুরু করলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ নালায়েককে ছাত্রদের খেদমতের বরকতে সুন্দর সুন্দর এমন কিছু সহজ নিয়ম দান করলেন, যা আমি কোনো কিতাবে ইতোপূর্বে পাইনি। কোনো উস্তাদের জবানেও শুনিনি। কায়েদাগুলো এতই সুন্দর ছিল যে, অর্থ জানা ব্যতিরেকেই প্রায় ৯০% حال, مفعول, مضاف إليه, مضاف–صفة, موصوف–صفة, مبتدأ–خبر, فاعل–مفعول. ইত্যাদি অতি ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো খুব অল্প সময়ে আয়ত্ব করা একজন শিক্ষার্থীর জন্য আমার কাছে খুবই সহজ মনে হলো।

কায়েদাগুলো বানিয়ে যখন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মুহতারাম মাওলানা মুনিরুল ইসলাম মা.যি.আ. (পাবনার হুযুর) কে দেখালাম, হুযুর আমাকে অনেক উৎসাহ দিলেন। এতে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে ইলমে নাহুর প্রতি

আরো মনোযোগী হলো। কিছু আরবী কিতাব কিনে পড়া শুরু করলাম। আরবদের লেখা কিতাব খুবই সহজ। পড়তে বড়ই আনন্দদায়ক। কিন্তু আমি নির্ভেজাল অযোগ্য। কি করি? তাই বহু বিরক্ত করেছি, কষ্ট দিয়েছি, আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ মুহতারাম মাওলানা নাসিরুদ্দীন দা. বা. (কাশিয়ানী হুযুর) কে। অনেক মাসআলা আলোচনা করতে করতে মাদরাসা থেকে হুযুরের বাসা পর্যন্ত চলে গিয়েছি। মুহতারাম অধৈর্য না হয়ে, বিরক্তি অনুভব না করে, খুবই মায়া করে, আপন ছেলের মতো দীর্ঘ সময় ব্যয় করলেন এ অনভিজ্ঞকে বুঝাতে।

অনেক সময় এ মাদরাসার আসাতেযায়ে কেরামকে না পেলে মোবাইলের মাধ্যমে সাহায্যের প্রার্থনা পৌঁছে দিতাম আমার চির স্মরণীয় শিক্ষক টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মুহতারাম মাওলানা হারুন আল মাদানী মা.যি.আ. এর নিকট। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি বলে দিতেন আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর। এভাবে বাকি উস্তাদগণের নিকট হতেও অনেক উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ্‌র বড়ই শুকরিয়া, আমার উস্তাদগণ আমাকে এতই ভালবাসেন যে, যিনি যতই ব্যস্ত থাকতেন না কেন, আমি প্রশ্ন করলে আমাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। বিরক্ত হতেন না কেউ।

আমার জীবনকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়, আর সারাজীবন আমার শিক্ষক মহোদয়গণের গোলামি করি, তাহলেও তাদের পাওনা পরিশোধ করা এ অধমের পক্ষে অসম্ভব। যেমনটি হযরত আলী (রা.) বলেছেন "যে আমাকে একটি অক্ষর শেখালো, সে যেন আমাকে ক্রয় করে ফেলল। সে ইচ্ছা করলে আমাকে বিক্রি করতে পারে বা নিজের গোলাম বানিয়েও রাখতে পারে।"

অনেক বছর ধরে আমার বড় একটা আশা ছিলো, আল্লাহ্ যদি আমাকে একটি আমলী মাদরাসায় খেদমতের ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে আমি প্রাণ ভরে আল্লাহ্‌র দীনের খেদমত করতাম। আল্লাহ্ অধমের এ আশাটুকু দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য ও আদর্শ অধ্যক্ষ, শিক্ষানুরাগী, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আ.খ.ম.

আবুবকর সিদ্দীক (মা.যি.আ.) এর মাধ্যমে পূরণ করলেন। হুযুর আমাকে এ বিশাল মাদরাসায় খেদমত করতে দেয়ায় আমার সকল উস্তাদের প্রতিই আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু আমার জীবন উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অত্র মাদরাসার স্বনামধন্য প্রধান মুহাদ্দিস হুযুরের চির স্মরণীয় ও বরণীয় বাণী এবং ছাত্র জীবন উন্নয়নে যাদুর কাঠিসম মহা মূল্যবান পরামর্শ (*অন্যকে পড়াও*), আমার ভালো কর্মে উৎসাহদানকারী, চির কল্যাণকামী অতি সহযোগী ও জীবন গড়ার রূপকার মুহতারাম পাবনা হুযুরের উৎসাহ ও সহযোগিতা, আমার জীবন উন্নয়নের মাইল ফলক, অতি দরদী উস্তাদ কাশীয়ানী হুযুর - এর পূর্ণ আন্তরিকতামাখা ও মন জুড়ানো শিক্ষাদান, এবং আমার জীবনাকাশে অনবরত আলো বিচ্ছুরণকারী নক্ষত্রসম, আপন ছেলের মতো দয়া-মায়া দিয়ে লালন-পালনকারী মুহতারাম হযরত মাওলানা হারুন আল মাদানী মা.যি.আ. সহ এ সকল শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আরো মনে পড়ে দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদররাসার তাখসীসি জামাতের ২০০৮ সালের ছাত্রদেরকে, যারা আমার জীবনের নিত্য সাথী। তারাই মূলত এ সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এ কিতাবটি সাজাতে গিয়ে যে সকল গবেষকের পরামর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সর্বমহলে সুপরিচিত, উস্তাযুল আসাতিযাহ ড. আনোয়ারুল কাবীর সাহেব, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাহ আলিয়া মাদরাসার সুযোগ্য মুফাস্সির, ছাত্রদের জীবন উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গকারী ও মাইলফলক হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ্ (মা.যি.আ.) (দুমকি হুযুর) এবং আমার শির তাজ ও জীবন পরিচালনায় বিশেষ মশাল হযরত মাওলানা আবুল বাশার (দা.বা.)।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ঐ সকল উপকারী বন্ধুর প্রতি যারা, বহু কষ্ট করে ও ধৈর্য ধরে একনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রুফ দেখে বইটিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার কাজে সহযোগিতা ও সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন। দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার সুযোগ্য আরবী প্রভাষক, মাসিক বিকাশের স্বনাম

ধন্য নির্বাহি সম্পাদক, সুসাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মাদ মাকসুদুল হক মা.যি.আ. এর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পাঠক সমীপে আমার বিশেষ অনুরোধ, আমি নালায়েক বান্দাহ্, তাই অনেক দিন ধরে বহু চেষ্টা করে ছাত্রদের বুঝের অনুকূলে এ খেদমত আঞ্জামের চেষ্টা করেছি। যথাযথ যোগ্যতার অস্তিত্ত যেহেতু এ অধমের মধ্যে পুরোপুরি নেই, সেহেতু যে কোনো ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই অনুগ্রহ করে, আমাদেরকে ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ্ সাদরে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

আমরা এ পুস্তিকাটি ছাত্রকল্যান তহবিলে ওয়াক্ফ করলাম। এর আয় দিয়ে আল্লাহ্ওয়ালা ছাত্রদের সেবা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। সবশেষে দয়ালু মাওলার কাছে আমার আকুতি- আল্লাহ্! তুমি অধমের এ নগণ্য খেদমতকে কবুল করে নাও। যারাই তোমার পছন্দের আরবী ভাষা শিখতে চায়, তুমি তাদেরকে অতি সহজে তা বোঝার তাওফীক দান করো। আমীন!

বিনীত
মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব
বিভাগ
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

শিক্ষক পরামর্শ

০১. যথাসময়ে ক্লাসে আসা এবং যাওয়া।

০২. প্রতিদিনের সবক নিজে ভালোকরে পড়ে আসা।

০৩. ক্লাসে গিয়ে প্রথমেই গত দিনের সবক আদায় করা। (পাঁচ মিনিটে)

০৪. আজকে যা পড়ানো হবে তা এক দুবার সকলকে মনোযযোগ দিয়ে পড়তে বলা। (পাঁচ মিনিট)

০৫. আজকের সবক মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়ে ভালোভাবে সকলকে বুঝিয়ে দেয়া। (পনের মিনিট)

০৬. ক্লাসেই আজকের সবক সকলকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া। (দশ মিনিট)

০৭. দশ নং সবক থেকে যথাসম্ভব তারকীব করানো শুরু করা।

০৮. কোনো ছাত্র তারকীব না পারলে তাকে কখনো তারকীব বলে না দেয়া। যে সবকটি ভুলে যাওয়া অথবা না বুঝার কারনে সে তারকীব পারল না তা তাকে স্বরণ করিয়ে দেয়া।

০৯. প্রতি বৃহস্পতিবার বা কোনো বন্ধের পূর্বে, অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে তারকীব দেয়া। তারকীব যত করানো যাবে ছাত্ররা ততই নাহু বুঝবে।

১০. হাশিয়ার আলোচনা ক্লাসে কোনো অবস্থাতেই না করা।

১১. কিতাবের প্রতিটি উদাহরণ অর্থসহ পড়ানো। অর্থের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ তৈরি করা।

১২. প্রতি মাসে নূন্যতম দশ মিনিটের দুটি পরীক্ষা নেয়া।

১৩. এ কিতাবটি কমপক্ষে তিন বার পড়ানোর চেষ্টা করা।

১৪. ছাত্রদের ধারণ ক্ষমতানুযায়ি দ্বিতীয় বারে যথাসম্ভব হাশিয়াসহ পড়ানো।

১৫. ছাত্রদের বয়স ও মেধানুযায়ি সবক বাড়ানো বা কমানোর পরিকল্পনা নিয়ে ক্লাসে আসা।

১৬. কোনো বিষয়ে আরো পরামর্শের প্রয়োজন মনে করলে শেষ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে প্রায় আড়াই মাস প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ছুটি নিতে হয়

বছরে দুসপ্তাহ। একটি পরীক্ষা হলে দুসপ্তাহ ক্লাস বন্ধ থাকে। অতএব চারটি পরীক্ষা হলে প্রায় দুমাস ক্লাস বন্ধ থাকে। এখন ক্লাস বন্ধ থাকে ৩+২=৫ মাস। বাকি সাত মাসে জুমার কারনে প্রায় এক মাস ক্লাস বন্ধ থাকে। তাহলে মোট ক্লাস বন্ধ থাকে ৫+১=৬ মাস। এখন চিন্তা করে দেখুন! সবগুলো বিষয়ে ছাত্রদেরকে পরিপক্ক বানানোর সময় মাত্র ছয় মাস। তাহলে যথাসময়ে ক্লাসে আসা-যাওয়ার এবং উপযুক্ত পাঠদানের গুরুত্ত কেমন হওয়া উচিৎ!

চারিত্রিক মাধুর্য নিয়ে, যথাসময়ে ও সুকৌশলে
উপযুক্ত পাঠদানকারিকে আদর্শ শিক্ষক বলা হয়।

এক বান্দা

সবক নং-০১

Grammar

عِلْمُ النَّحْوِ এর পরিচয়:

যে জ্ঞান অর্জন করলে আরবী বাক্যগঠন পদ্ধতি এবং শব্দের শেষ বর্ণের পরিবর্তনশীল অবস্থা জানা যায় তাকে **عِلْمُ النَّحْوِ** বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়: বাক্য গঠনের নিয়মকে **نَحْوُ** বলা হয়।[১]

عِلْمُ النَّحْوِ এর উদ্দেশ্য:

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে লেখা, পড়া ও বলার যোগ্যতা অর্জন করাই **علم النحو** এর উদ্দেশ্য।

علم النحو এর আলোচ্য বিষয় :

كَلِمَة ও **كَلَام** হলো **علم النحو** এর আলোচ্য বিষয়।

---

১. মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতিকে ভাষা বলা হয়। ভাষার শব্দগুলো দু'প্রকার– ১. مَوْضُوْع (অর্থবোধক) ২. مُهْمَل (অর্থহীন) বই টই, ভাত টাত, পান টান, চা টা, কলম টলম। আরবী ভাষায় গভীর দক্ষতা অর্জনের জন্য শব্দজ্ঞান, ছরফ, নাহু, বালাগাত, মানতেক ও উসূলে ফিক্হ্ ভালোভাবে বুঝে পড়া দরকার।

সবক নং ০২

অর্থবোধক শব্দ দু'প্রকার:

(১) مُفْرَد   (২) مُرَكَّب

مُفْرَد অর্থ একক বা একা একা। অর্থবোধক একক শব্দকে مُفْرَد বলা হয়। مفرد এর অপর নাম كَلِمَةٌ - **চেনার সহজ উপায় হলো:** যে শব্দের আগে এবং পরে অন্য কোনো শব্দ থাকে না। যেমন: . قَلَم . كِتَاب এ শব্দগুলোর আগে ও পরে কোনো শব্দ নেই, তাই শব্দ দুটি مفرد

مُرَكَّب অর্থ মিলিত। দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দের মিলিত রূপকে مُرَكَّب বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে كلمة এর সাথে অন্য কোনো كلمة থাকে তাকে مركب বলা হয়। যেমন: هذا قَلَمٌ. غُرْفَةُ الْمُعَلِّمِ.

كَلِمَة তিন প্রকার : (ا) إِسْم   (ب) فِعْل   (ج) حَرْف

<u>اسم এর পরিচয় (Noun)</u>:

যে كلمة তিন কালের[২] কোনো একটির সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে তাকে اسم বলা হয়।[৩]

সহজে বলা যায়, যে কোনো নামকে اسم বলা হয়। যেমন : كِتَاب = বই, وَرَقَة = কাগজ, قَلَم = কলম।

---

২. কাল তথা সময় তিন প্রকার: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত।

৩. যেমন: কাশফি, জুবায়ের, ইউসুফ, সাব্বির, আব্দুল জলিল, মাদরাসা। এ শব্দগুলোর অর্থের সাথে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এগুলো اسم হয়েছে।

فعل এর পরিচয় (Verb):

যে كلمة তিন কালের কোনো একটির সাথে সম্পর্ক রেখে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে, তাকে فعل বলা হয়।[৪] সহজে বলা যায়, যে কোনো কাজ করাকে فعل বলা হয়। যেমন : قَرَأَ = পড়ল, نَصَـــرَ = সাহায্য করল।

حرف এর পরিচয় :

যে كلمة অন্যের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে حرف বলা হয়।[৫]

সবক নং ০৩

فعل এর আলামত :

আরবীতে فعل চেনার উপায় :

মীযান ও মুনশায়িব কিতাবদ্বয়ের اسم الفَاعِل এর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রূপান্তর فعل হবে। যেমন : . نَصَرَ يَنْصُرُ لم يَنْصُرْ اُنْصُرْ لَاتَنْصُرْ

---

৪. যেমন: পড়ল, সাহায্য করল। এ শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করেছে কিন্তু সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে অর্থ প্রকাশ করতে হয়েছে। কেননা সময় ব্যতীত কখনই কোনো কাজ করা যায় না। তাই এগুলো فعل হয়েছে।

৫. যেমন : . هَلْ = কি, فِيْ = মধ্যে। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি হরফেরই একটি অর্থ আছে। কিন্তু এ শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। এগুলোর আগে বা পরে কোনো শব্দ ধরা না হলে এগুলোর অর্থ কোনো শ্রোতার বুঝে আসে না। তাই حرف অন্য শব্দের সাথে মিলিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে।

فعل এর আরো কিছু আলামত রয়েছে :

১) কোনো শব্দের শুরুতে قَدْ থাকা। যেমন: **قَدْ أَفْلَحَ . قَدْ نَصَرَ .**

২) কোনো শব্দের শুরুতে س বা سَوْفَ থাকা। যথা : **سَوْفَ يَفْعَلُوْنَ . سَيَنْصُرُوْنَ**

৩) কোনো শব্দের শুরুতে لَمْ থাকা। যেমন: **لَمْ تَكْذِبْ .**

৪) কোনো শব্দের শুরুতে لَنْ থাকা। যেমন: **لَنْ تُذْنِبَ. لَنْ يُخَادِعَ .**

সবক নং 4

حرف গুলো মুখস্থ করে নিতে হবে। যেমন নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কিছু **حرف** উল্লেখ করা হলো।

যেমন:

بِ .ت. كَ. لِ. وَ.مُنْذُ. مُذْ.خَلا.رُبَّ.حَاشَا.مِنْ. عَدَا.فِيْ.عَنْ.عَلى.حَتّى.إِلى.

إِنَّ.أَنَّ.كَأَنَّ. لَيْتَ. لكِنَّ. لَعَلَّ. وَ. أَوْ. أَمْ. فَ. ثُمَّ. أَمْ. لكِنْ. أَمَّا. إِمَّا. أَنْ. لَنْ. كَيْ.

إِذَنْ. إِنْ .لَمْ. لَمَّا. لَا. مَا.

اسم এর আলামত[৬]:

১) যে আরবী শব্দটি **حرف/ فعل** নয় তা-ই সাধারণত **اسم** হবে। যেমন: **قَلَم، مِنْضَدَة**

---

৬. اسم সম্পর্কে ভালো দক্ষতা অর্জনের জন্য ‘এসো আরবী শিখি’ কিতাবের প্রথম একশত চার পৃষ্ঠা ভালভাবে দেখা যেতে পারে। এ একশত চার পৃষ্ঠার অধিকাংশ শব্দই اسم।

২) কোনো শব্দের শুরুতে ال থাকা। যেমন : اَلْمُعَلِم، التصوُّف، الْكِتَاب

৩) কোনো শব্দের শেষে تنوين (ًٌٍ) থাকা। যেমন : عَالِمٍ، تِلْمِيْذ

৪) কোনো শব্দের শেষে ة (গোল তা) থাকা। যেমন : طَاوِلَة، قَلَنْسُوَة

৫) কোনো কিছুর নাম বুঝানো।
যেমন: مَكَّة. مَدِيْنَة. عُمَرُ. ابن مســـعود.عِرَاقْ. بَالَاكُوْتْ. فُرْفُوْرَة. نِثَارُ الدِّيْن
بَنْغلَادِيْش.سَرْسِيْنَة.

৬) اسم التفْضِـيْل، اسم الْآلَة، اسم الظرْف، اسم الْمَفْعُوْل، اسم الْفَاعِل এ সকল বাহাছের রূপান্তর হওয়া। যেমন : قَاصِـــدٌ. مَقْبُوْلٌ. مِفْتَاحٌ . مَكْتَبٌ . أَعْلَمُ

সবক নং ০৫

প্রিয় শিক্ষার্থী! আরবী বাক্যের অর্থ না বোঝেও বাক্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ তারকীবে কী হয়েছে তা সহজে জানার জন্য نَكِرَة ও مَعْرِفَة এর জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাই এখানে معرفة এর আলোচনা তুলে ধরা হলো।

مَعْرِفَة এর পরিচয় : যে اسم দ্বারা নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝানো হয় তাকে معرفة বলা হয়। معرفة সাত প্রকার :

১. عَلَم ২. ضَمِيْر ৩. اسم الْإِشَارَة ৪. اسم الْمَوْصُوْل
৫. ال যুক্ত اسم : مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ ৬. مُضَاف إِلَى الْمَعْرِفَة ৭. مُنَادى